টেকসই রাবার চাষ প্রতিষ্ঠার লড়াই

সৈয়দা সারওয়ার জাহান

রাবার কথাটা শুনলে বেশীর ভাগ মানুষের কোন কৌতুহল বা আগ্রহ দেখা যায় না। তাচ্ছিল্যের সাথে গ্রহণ করেন অনেকে।এযাবত আমি অন্ততঃ দেখিনি আগ্রহ নিয়ে রাবার চাষ সম্পর্কে কথা বলতে,যাদেরকে চাষ করার জন্য দেয়া হয়েছে তারা রাবার চাষ করতে গিয়ে তাদের সমস্যার এবং কষ্টের কথাগুলো বলতে থাকেন,কোন উপকার বা লাভ হউয়ার কথা স্বীকার করানো খুবই কঠিন কাজ। আমার নিজের ও রাবার সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিলনা, আগ্রহ ও ছিল না কোন সময়ে। কাজ করার অদম্যস্পৃহা নিয়ে কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে এসে চিন্তা করি। যতদিন বাঁচি কাজের মধ্যে যেন থাকতে পারি। এটাও একধরনের অসম্ভব চিন্তা। এর মধ্যে দু'টা বিষয় আছে। একটা হলো সার্বজনীন কাজের মধ্যে থাকা আর একটা নিজস্ব জগতের কাজ নিয়ে থাকা। দ্বিতীয়টার জন্য আমি মনে করি তেমন কোন প্রয়াস নিতে হয় না। বহির্জগতে কাজে নিয়োজিত থাকলেও তা অনায়াসে করা যায়। তবে সে জন্য কাজের সুবিন্যস্ততা অপরিহার্য। বহির্জগত ও অন্দর্জগতের সুসামঞ্জস্যের ব্যত্যয় ঘটলে কোনটাই সফলতার মুখ দেখতে পায় না। অতএব শুরু থেকেই উভয়জগতের সাথে সুসমন্বয় ঘটিয়ে একটা মেলবন্ধন তৈরি করা প্রয়োজন যাতে সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনে কোন ছেদ না পড়ে। আমার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই বাইরের জগত আর আমার ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে বিন্যাসটা আপনা-আপনি গড়ে নিতে হয়েছে। যে কারণে চাকরির পরে করণীয় নিয়ে অন্যকোন চিন্তা করতে পারিনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়ায় আমাকে কীভাবে যে রাবারের জগতে নিয়ে আসলো সেটি বুঝে উঠার সুযোগ আমার হয়নি। শুধু বোঝার চেষ্টা করেছি এই জায়গায় কি আছে, কি করা যেতে পারে, ফলপ্রসূ হবে কীনা। যে বিষয়টা নিয়ে আগে জানতাম না সেটা নিয়ে জানার এক পর্যায়ে দেখলাম এই প্রক্রিয়ার সাথে বিশাল এক জনগোষ্ঠী জড়িত। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে বাংলাদেশে সরকারীভাবে রাবার চাষ শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একজন বিশেষেজ্ঞ মি. লয়েড অভিমত দেন বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু রাবার চাষের উপযোগী। তৎপ্রেক্ষিতে, ১৯৫২ সালে বনবিভাগ মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কা হতে রাবার বীজ ও কয়েক হাজার রাবার চারা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে টাঙ্গাইলের মধুপুর, চট্টগ্রামের হাজারিখীল ও পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় রোপণ করে। ১৯৬১ সাল হতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বানিজ্যিকভাবে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য এলাকায় রাবার চাষ শুরু করা হয়। এছাড়া চা বাগানের পতিত জমিতে বৃটিশদের মাধ্যমে এবং কিছু ব্যক্তি মালিকানায় রাবার গাছ রোপন করা হয়েছিল।

বনবিভাগ ১৯৬০ সালে ২৮৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। এটি বাস্তবায়নকালে প্রকল্প সংশোধন করে ১৯৬২ সালে ১২১৪ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী পুনঃপ্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪২৫০ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে।

১৯৬০-১৯৭৩ সালে বিএফআইডিসি চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার ৬১১৬ হেক্টর জমিতে প্রকল্প গ্রহনের জন্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ঐ সময়ে মাত্র ৪০৯ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা সম্ভব হয় এবং প্রজেক্টের মেয়াদকালে মাত্র ১৬২ হেক্টর জমির বাগান রাবার আহরনের উপযোগী হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে সরকার অধিকতর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন,গবেষণা ও প্রশিক্ষন সুবিধার মাধ্যমে পুনরায় রাবার বাগান সৃজন করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।সরকার ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮৩২৮ হেক্টর অনুর্বর, পতিত, অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী জমিতে রাবার চাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহন করে যার মধ্যে ১৬১৮৭ হেক্টর জমি সরকারী, অবশিষ্ট জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। বিএফআইডিসির নিজস্ব মালিকানাধীন রাবার বাগান রয়েছে ১৮ টি। বিএফআইডিসি ১৯৮০-৮১সাল হতে উচ্চ ফলনশীল রাবার চারা রোপণ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম,সিলেট ও মধুপুরের ১৩২০৭ হেক্টর জমিতে ১৬টি রাবার বাগান সৃজন করে। তার মধ্যে ৮% চারা মালয়েশিয়া হতে আনীত প্রিম ৬০০ এবং পিবি ২৩৫ ক্লোন হতে লাগানো হয়। প্রতিটি ক্লোন হতে উৎপন্ন চারা হতে বছরে তিন কেজি করে রাবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ৩,৮৬,০০০ টি রাবার গাছের মধ্যে ২ লক্ষাধিক গাছ উৎপাদনশীল। বিএফআইডিসি তাদের উৎপাদিত রাবার নিলামে বিক্রি করে। ২০০৮-০৯ সালে ১,১১,৬০০ মেট্রিক টন রাবার থেকে ২৫৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। একই বছরে প্রাইভেট সেক্টরে ৫৫০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়।বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে যোগদান করে দেশের রাবার উৎপাদনের প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করি। যে তথ্য পাওয়া গেল সেটি অসম্পূর্ণ। সামগ্রিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রায় দুবছর ধরে অনবরত চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত যে তথ্য যোগাড় করতে সক্ষম হই তাতে দেখা যায় বিশ্বের রাবার উৎপাদনকারী দেশগুলোর সাথে তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। আইনে বর্ণিত দায়িত্ব পালন করার মত সক্ষমতা রাবার বোর্ড অদ্যাবধি অর্জন করে উঠতে পারেনি।

যেকোন জায়গায় কাজ করতে গিয়ে আমি প্রথমে দেখেছি চলমান কাজগুলোর বাইরে যা করা হয়নি বা যা অন্বেষণ করা হয়নি এমন কিছু আছে কী না। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে তেমন কিছুই ছিল না যার বাইরে অতিরিক্ত কিছু করা যায়। একেবারে সূচনালগ্নে পার্শ্ববর্তী একই মন্ত্রণালয়াধীন আরেকটি অফিস থেকে পাঁচজন কর্মচারী সংযুক্তিতে নিয়ে অফিসের ফাইলপত্র গুলো চলাচল করার মত

ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, একজন উপসচিবকে সচিবের দায়িত্ব দিয়ে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। একটা অফিস গোছানোর জন্য আসবাবপত্র, মণিহারী সামগ্রী, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক, আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়, বোর্ড মিটিং করা, নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা, মন্ত্রণালয়ের বরাবরে রিপোর্ট রিটার্ন দেয়া, বিদেশের রাবার সংক্রান্ত সেমিনার/মিটিং এ অংশগ্রহণ করা এ সমস্ত নিয়মিত কার্যক্রমগুলো করা হয়েছিল। এর বাইরে অন্যান্য কাজ যেমন দেশের অভ্যন্তরে রাবার চাষের তথ্য সংগ্রহ দেশে রাবারের চাহিদা বিদেশে রপ্তানি, বিদেশ থেকে আমদানি, রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, দেশীয় রাবারের ব্যবহার, রাবার থেকে উৎপাদিত পণ্যের তথ্যাদি, কি পরিমাণ জমিতে প্রকৃতপক্ষে চাষ হচ্ছে, নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা এ সমস্ত কিছু জানা হয়নি বা জানার চেষ্টা ও করা হয়নি। রাবার বিষয়ে যদিও খুব বেশী তথ্য কোথাও নেই তারপরও রাবার উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা সমীচীন হওয়ায় অনবরত চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। একদিকে জনবল নিয়োগের চেষ্টা সে জন্য রাবার বোর্ডের পরিচালক(যুগ্মসচিব) এবং সচিবের পদ(উপসচিব) পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে বারবার পত্রমারফত, টেলিফোনে এবং সশরীরে গিয়ে যোগাযোগ করতে থাকি। রাবার বোর্ড নতুন হওয়ায় কোন অফিসার আসতে আগ্রহী হয়না। ২/৩ বার অফিসার পদায়ন করা হয় তারা সে আদেশ বাতিল করে অন্যত্র বদলী হয়ে যায়। এরপর তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বি এফ আই ডি সির ওয়েবসাইটে এবং বি এফ আর আই এর গবেষক ড. মাহবুবুর রহমানের লেখা থেকে রাবার চাষ সম্পর্কে বর্ণিত তথ্যসমূহ জানতে পারি। রাবার বাগান মালিক সমিতির সাথে যোগাযোগ করি তাদের বাগান অধিকাংশ বান্দরবানে। এছাড়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটিতে ও আছে। খাগড়াছড়িতে ছিল আদিবাসী রাবার বাগান মালিক সমিতি তাদের সাথে ও যোগাযোগ করি, মতবিনিময় সভা করি। কিন্তু তথ্য নিতে গিয়ে সফল হতে পারছিলাম না। কেউ কেন পুরোপুরি তথ্য দিতে চান না তখনো এর অন্তর্নিহিত কারণটা বুঝতে পারিনি। এবার অফিসে পুরনো কাগজপত্র কি আছে খুজঁতে থাকি। এক পর্যায়ে ১২৮৫ জন বাগান মালিকের তালিকাসহ পুরনো একটা বান্ডিল পাই। বি এফ আর আই এর পাঁচজন কর্মচারী সংযুক্তিতে রাবার বোর্ডে নিয়োজিত করা হয়েছিল। চারজন ৩য় শ্রেণীর, একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তাদেরকে নিয়ে আমার একজন মাত্র কর্মকর্তা উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) সাব্বির রাহমান সানির মাধ্যমে বিএফআরআই এর অফিস সহকারী মোতালেবকে দিয়ে ১২৮৫ টা পত্র জারী করালাম তাদের ঠিকানায়। অতঃপর জেলা প্রশাসক বরাবর রাবার বাগানের তথ্য চেয়ে পত্রজারী করালাম। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এসি ল্যান্ডদের পত্র দিলাম। অনেকদিন পর ১২৮৫ জনের মধ্যে ৭০ টার জবাব পেলাম। জেলা প্রশাসকদের পক্ষ থেকে অধিকাংশই বি এফ আই ডিসির বাগানের তথ্য পাঠালেন। ডিসি বান্দরবান থেকে দীর্ঘদিন পরে ১০২৭ টি বাগানের তালিকা পাওয়া গেল। আমরা আগে থেকেই জানতাম যে বান্দরবানের ৩২,৫০০ একর জমি ১৩০৩ জনকে দেওয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত বাগান মালিকের ঠিকানায় রাবার উৎপাদনের তথ্য ছক তৈরি করে পাঠাতে লাগলাম। কিন্তু তেমন জবাব পাওয়া গেল না। হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র পাওয়া যায় যা একেবারেই অপ্রতুল। রাবারভিত্তিক শিল্প মালিকদের অনুসন্ধানে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এবং বাগানের মোট জমির তথ্য চেয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হলো। অনেকবার টেলিফোনিক যোগাযোগের পরে শিল্প মন্ত্রণালয় বিসিকে তালিকাভুক্ত ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা দিয়ে আর কোন তথ্য নেই মর্মে জানানো হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জমির কোন তথ্য পাওয়া গেল না। সরেজমিনে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া দর্শন ও পরিদর্শনে যাওয়া অব্যাহত রেখে বাগানের তথ্য সংগ্রহ করি। জেলা প্রশাসকগনের সাথে মতবিনিময় করি। মৌলভীবাজার, বান্দরবান,খাগড়াছড়ি জেলায় গিয়ে বিভিন্ন স্টেখোল্ডারদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করি। এরপর কোভিড-১৯ এর জন্য লক ডাউন হয়ে গেলে জুম এ্যাপ্সের মাধ্যমে রাঙ্গামটি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম এর সাথে মিটিং করি। ভূমি সচিব এর সাথে, বি এফ আই ডি সির চেয়ারম্যানের সাথে মিটিং, উইম্যান চেম্বার, চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাথে সেমিনার করি। রাবার চাষ সম্প্রসারণ ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং রাবার খাত সম্পর্কে সবাইকে পরিস্কার ধারণা দেয়ার জন্য এসব মিটিং, সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করি। একটু পিছনের কথা বললে আমার এই কাজগুলোর স্পৃহা সম্পর্কে পাঠকের ধারণা পরিস্কার হবে। তা হলো দীর্ঘ অনেকবছর যাবত রাবার চাষ নিয়ে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি, বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে রাবার বোর্ড গঠন করা হলেও এর কার্যক্রম বিএফআইডিসির সাথে সংযুক্তভাবে চলে আসছিলো। একেবারে জরুরী কিছু বিষয় ছাড়া সামগ্রিক কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। বিএফআইডিসির নিজস্ব বাগানগুলো ছাড়া অন্যান্য সরকারী, ইজারাধীন বাগান বা চা সংসদের আওতাধীন বাগানসমূহের এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগানের তেমন কোন দেখভাল করা হয়নি। ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু করার পরে স্বতন্ত্রভাবে কার্যক্রম শুরু করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু নিয়মিত চেয়ারম্যান না থাকা, ১ জানুয়ারি,২০২০ এ নিয়মিত চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে ভালভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি, যে কারণে শুরুটা আমাকে করতে হয়েছে। আমি আসার আগে নিয়োগের কমিটি গঠনের জন্য চিঠিপত্র দেয়া হয়, কিন্তু কমিটি গঠন হয় নি। তিনটা নিয়োগ কমিটির আহবায়ক ও সদস্যসচিব হিসেবে যুগ্মসচিব ও উপসচিব ডেপুটেশনে নিয়োগ না হওয়ায় পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য পত্র প্রেরণ করার পরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নিয়োজিত করার এক পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবকে একটা কমিটির আহবায়ক করে এবং একজন যুগ্মসচিবকে আরেকটা কমিটির সদস্য সচিব করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।এটি সেপ্টেম্বর ২০২১ সালের কথা। কিন্তু এ যাবত নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। কোন না কোন সমস্যা লেগে আছে। মন্ত্রণালয়ের

কর্মকর্তাদের অন্যত্র অতি ব্যস্ততার কারণ, খুব দ্রুত বদলি হয়ে যাওয়া, দূরত্বের কারণে চট্টগ্রামে আসার শিডিউল করা জনিত সমস্যা এ সমস্ত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক কষ্টে শুরু করে ও শেষ করা যাচ্ছে না। ১৪-২০ তম গ্রেডের নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটির আহবায়ক পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব। এছাড়া এই মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি একজন উপসচিবকে নিয়ে পরীক্ষা কমিটি দু'টি ক্যাটাগরিতে মোট ২২ (বাইশ) পদের জন্য লিখিত পরীক্ষা নেন। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের ১০ টি পদের জন্য ল্যাব টেস্ট ও নেয়া হয়েছে।অফিস সহায়কের ১২(বারটি) পদের লিখিত পরীক্ষা নিয়ে রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ৫(পাঁচ) ক্যাটাগরির ১২টি পদের জন্য অদ্যাবধি লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়নি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একসাথে প্রচার হওয়ায় আংশিকভাবে চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের সুযোগ না থাকায় যে দু'টি পদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে সেগুলোর মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়া প্রথম শ্রেণীর নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটির সদস্য সচিব যুগ্মসচিব/উপসচিব হওয়ায় আবারো পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্মরণাপন্ন হলে একজন যুগ্মসচিবকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। কমিটির সভা আহবান করে টেলিটক বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ১৮৫১টি আবেদন পাওয়া যায়। অতঃপর পরীক্ষাগ্রহণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। আশানুরূপ দরপত্র না পাওয়ায় পূনঃদরপত্র আহবানের জন্য সভা আহবানের উদ্যোগ নেয়া হলে দেখা যায় মন্ত্রণালয়ের নিয়োজিত সদস্যসচিব অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। অন্য একজন কর্মকর্তাকে সদস্যসচিব হিসেবে নিয়োজিত করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।

বর্তমানে ৯ম গ্রেডের নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব পুনঃমনোনয়ন দেয়া হয়েছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পুনঃদরপত্র আহ্বানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সমস্ত ব্যাপারগুলো মূলতঃ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সম্পন্ন করেন। কিন্তু রাবার বোর্ড নথি উপস্থাপন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য আহ্বায়ক/সদস্য সচিব না থাকায় মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তা নিয়োজিত করা হলেও রাবার বোর্ডের নবীন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে চেয়ারম্যানকেই সাচিবিক দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। নিয়োগ কমিটির সদস্য যাঁরা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা তাঁদের সাথে যোগাযোগ করা, তাঁদের বরাবরে সভা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নোটিশ প্রেরণ করা সবই সরাসরি অফিস প্রধানকে করতে হচ্ছে। আমার প্রায়শঃ মনে হয় এবং একটা কথা বলে থাকি যে, কোন একসময়ে যখন বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন বর্তমান সময়ের এই সমস্ত ধকলের কথা, একটু একটু করে কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কথা কেউ মনে রাখবে না। এখন এখানে পোষ্টিং দিলে কেউ যোগদান করেন না। চট্টগ্রামে থাকার জন্য আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও পোষ্টিং দেয়া হলে সেটি তদবীর করে বাতিল করেন এবং চট্টগ্রামেরই অন্যকোন পদে বদলী আদেশ করিয়ে নেন। কী কৌশলে তাঁরা সেটি করতে সক্ষম হতে পারেন তা আমার জানা নেই। ২/৩ জন কর্মকর্তাকে পোষ্টিং দেয়ার পর আমি নিজে ফোন করে তাদের সাথে যোগাযোগ করি। তাঁরা তাঁদের পারিবারিক অসুবিধার কথা বলে চট্টগ্রামেই চাকরি করবেন না জানান,কিন্তু কয়েকদিন পরে আগের বদলি আদেশ বাতিল করে চট্টগ্রামেরই অন্য কোন অফিসে যোগদান করেন। কর্মকর্তা ডেপুটেশনে পদায়নের জন্য বিগত দুই বছরে বেশ কয়েকবার পত্রজারী করা ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় এটি উত্থাপন করা হয়েছে। সশরীরে গিয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। অদ্যাবধি পরিচালক পদে যুগ্মসচিব এবং সচিব পদে উপসচিব যোগদান করেননি। ইতোমধ্যে অর্গানোগ্রামভুক্ত ৯টি আউটসোর্সিং এর পদ পূরণ করে নাইটগার্ড, ইলেকট্রিশিয়ান, ডেস্পাচ রাইডার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দৈনিক মজুরী ভিত্তিকে শ্রমিক নিয়োগের অনুমোদন নিয়ে কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী এবং অফিস সহায়কের কাজ চালানো হচ্ছে। ১৪-২০তম গ্রেডের নিয়োগ সম্পন্ন করা হলে স্থানাভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালানো সম্ভব হবে না, বিগত দুইবছর যাবত একটি পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে সফল হতে পারিনি। বর্তমানে অন্য একটি বাড়ি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ট্রেনিং সেন্টার, ল্যাবরেটরী, স্টাফ কোয়ার্টার, ডরমিটরি ইত্যাদি নির্মাণ এবং নিজস্ব রাবার বাগান সৃজনের জন্য সরকারী খাসজমি চেয়ে আবেদন করে বার বার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক অনুমোদন পাওয়া গেছে তবে তা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রেরণের অপেক্ষায় আছে। জমি অর্জনের জন্য আবেদন করার পূর্বে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে জুম এ্যাপ্সের মাধ্যমে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মিটিং করা হয়। তাতে সচিবের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রাপ্তি জমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে আবেদিত জমি পাওয়া গেলে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে নিজস্ব আয়ের উৎস তৈরি হবে, প্রদর্শনী বাগান, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা সহ ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। বর্তমানে নিজস্ব আয়ের কোন উৎস না থাকায় সরকারের অনুদান সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড।

রাবার বোর্ডের ভিত্তি তৈরির প্রচেষ্টার পাশাপাশি একজন মাত্র সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের অফিসার নিয়ে বাংলাদেশের রাবারের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ওয়েবসাইট তৈরি করা, ফেসবুক পেজ, হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করাসহ ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রচারের জন্য লিফলেট,বুকলেট,ক্যালেন্ডার,ডায়েরি তৈরি করে বিতরণ করা হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এতদসত্ত্বেও রাবার খাতকে পুরোপুরি উজ্জীবিত করা সম্ভব না হওয়ায় ৭ সেপ্টেম্বর- ১৪ সেপ্টেম্বর,২০২২ তারিখে ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলা আয়োজনের পেছনে কারণ ছিল রাবার চাষ এবং রাবারভিত্তিক শিল্পখাতের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টি বা একটি মেলবন্ধন তৈরি করা। ৭ আগস্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মেলা উদ্বোধনের তারিখে

সম্মতি দেন। তার পরদিন থেকে কাজ শুরু করি। রাবার বোর্ডের কর্মকর্তারা চাকরিতে নবীন হওয়ায় তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি প্রায় শূণ্য। তাদের নিয়ে কীভাবে কাজ এগিয়ে নেব। এ চিন্তা করার সুযোগ তখন আর ছিল না। যেকোনভাবে মেলা সফল করার প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে উদ্বোধনী ও সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথির উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সাহস ও শঙ্কা নিয়ে যোগাযোগ শুরু করি। রাবারকে তারা গুরুত্ব দেবেন না এই শঙ্কা ছিল প্রবল তা সত্ত্বেও প্রচন্ড সাহস নিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি, বিশেষ অতিথি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি, বি এফ আই ডি সির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ এবং সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি, বিশেষ অতিথি জনাব কৃষ্ণপদ রায়, বিপিএম(বার),পিপিএম(বার) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। মেলা ৭ দিনের পরিবর্তে ৮ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, ৪টি সেমিনারের মধ্যে 'প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য ও এর গুণগত মান' শীর্ষক ১ম সেমিনারে সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব ফারশাদ আলম, কনসালটেন্ট। 'রাবার চাষঃআন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ' শীর্ষক ২য় সেমিনারে প্রধান অতিথি ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. আমিন উদ্দিন মৃধা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। 'বাংলাদেশ রাবার চাষঃসমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ৩য় সেমিনারের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, মহা হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. মাহবুবুর রহমান বিভাগীয় কর্মকর্তা, বি এফ আর আই, চট্টগ্রাম। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষের ভূমিকা' শীর্ষক ৪র্থ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মুখ্য সমন্বয়ক, এস ডি জি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সৈয়দা সারওয়ার জাহান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড। এছাড়া কুইজ, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। মেলায় ৫০টি স্টলের লক্ষ্য থাকলেও রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের পক্ষ থেকে ২৫ টি স্টল অংশগ্রহণ করে। খুলনা শিপইয়ার্ড, খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে ও স্টল নিয়ে যোগদান করে প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা আর আনন্দের জোয়ারে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত ও বজ্রবৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অতিথিদের উপলব্ধিতে রাবার খাতের উন্নয়ন চিন্তাকে স্থান করে দেয়। তাঁরা প্রত্যেকেই রাবার চাষ এবং রাবার শিল্পকে পুরোপুরি জানতে সক্ষম হন। রাবারের উন্নয়নে নিজেদেরকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নবসৃষ্ট অফিস, অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, অদক্ষ এবং অপর্যাপ্ত জনবল, সহযোগীতার অভাব সর্বোপরি মেলার আয়োজনের জন্য অর্থসংকট সত্ত্বেও স্বউদ্যোগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেলার আয়োজন সবাইকে আগ্রহী করে তোলে। মেলা শুরুর দুইদিন আগের সাংবাদিক সম্মেলন ব্যাপক সাড়া জাগায়। মেলার শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ প্রচুর শ্রম দেন। প্রচারে প্রচারে আয়োজনের খবর সবার মুখে মুখে আলোচনা হতে থাকে।

প্রচার, স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়, সেমিনার, মিটিং এর সমস্ত কিছুই বাংলাদেশের রাবার চাষকে এদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরা, দেশীয় উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং রাবার যারা চাষ করছেন তাদের হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য করি। এর সাথে রাবার চাষকে উন্নত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় গুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য চেষ্টা করি। রাবার চাষের জন্য যারা জমি লীজ নিয়েছেন তাদের এবং বি এফ আই ডি সির পক্ষ থেকে জোর দাবী ছিল রাবারের উপরে আরোপিত ১৫% ভ্যাট কমানো, বিদেশ হতে আমদানিকৃত রাবারের উপরে আরোপিত ট্যারিফ বাড়ানো। আমাদের পক্ষ থেকে মূলতঃ ভ্যাট কমিয়ে ট্যারিফের কাছাকাছি করা হলে রাবার চাষীদের জন্য একটা ভারসাম্য অবস্থা তৈরি করা সম্ভব হবে ধারণা করে ভ্যাট কমানোর জন্য বারবার পত্র জারী করা হয়।

চেয়ারম্যান এনবিআর বরাবরে আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে জুলাই মাসে ভ্যাট কমিয়ে পরে আবার তা পুনর্বহাল করা হয়।

রাবার বাগান মালিকদের পক্ষ থেকে রাবারকে কৃষিপণ্য ঘোষণার জন্য দাবী করা হয়। এর কারণ হলো কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ভ্যাট প্রদান করতে হয় না। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে তারা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনেক চেষ্টা তদবীর করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা একটা পর্যায়ে গিয়ে থেমে যায়। তাঁদের দাবী হলো বিশ্বের অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশগুলোতে রাবার কৃষি পণ্য। আমাদের দেশে রাবার বাগানের বনজ প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপরে প্রভাব নিয়ে গুরুত্বারোপের ফলে রাবার চাষকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন করা হয়েছে। ভারতে রাবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এবং মালয়েশিয়াতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন।এর প্রকৃতি সম্পর্কে যাচাই করলে দেখা যায়, রাবার চাষ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবেশ সবকিছুর সাথে সম্পর্কিত। তাই, আমার মতে বিতর্কে না গিয়ে সোজাসাপ্টাভাবে ভ্যাটের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক বাণিজ্যের সাথে অসমতা এবং তার ফলে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হওয়ার বিষয়কে উপস্থাপন করা হলে ফলপ্রসূ হতে পারে প্রতীয়মান হয়।

বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে ভ্যাট কমানোর জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পক্ষ থেকে পত্র লিখে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। পরিবেশ,বন ও জলবায়ু মন্ত্রনালয় থেকে ও এন.বি.আর চেয়ারম্যান বরাবর লিখা হয়েছে। কিন্তু রাবার বাগান মালিকদের পক্ষ থেকে কার্যকর যোগাযোগ করা হয়নি। তা হলে দাবির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বেগবান হতে পারতো। আমরা কৃষিপণ্য ঘোষণার জন্য বোর্ড মিটিং এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে লিখেছি। এটি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য স্টেক হোল্ডারদের পক্ষ থেকে ও যোগাযোগ

করা প্রয়োজন। শুধু রাবার বোর্ডের লেখার ভিত্তিতে কাজ হওয়ার মত ভিত্তি অদ্যাবধি রাবার খাত অর্জন করতে পারেনি। কারণ ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এমনকি ভারতের মতো করে বাংলাদেশের রাবার খাতের সে সক্ষমতা হয়নি। ফলে, মূল্যায়ন এখন পর্যন্ত হয়নি। যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে রাবার চাষের সূচনা করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ নিহিত রয়েছে। শুধু যে উচ্চহারে ভ্যাট আদায় করার কারণই দায়ী তা নয়। রাবার বাগান মালিকদের রাবার চাষের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী না হওয়া একটি অন্যতম কারণ। অন্যান্য বন বাগানের চাইতে রাবার বাগান অধিকতর লাভজনক হওয়ায় এর পেছনে যত্নশীল হওয়া অপরিহার্য। এ বাগানে বছরে দুইবার সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিটা গাছে ৯০০ গ্রাম করে রাসায়নিক সার এবং জৈবসার প্রয়োগে রাবার বাগানের জন্য ফলদায়ক বলে প্রমাণিত। এছাড়া, আগাছা পরিস্কার করতে হয় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কিংবা ক্যামিকেল দিয়ে। আমি যোগদান করার পরে বহু রাবার বাগানে পরিদর্শনে সার প্রয়োগের এবং শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে আগাছা পরিস্কারের ব্যাপারে নিয়ম অনুসরণের কোন নজির দেখিনি। প্ল্যান্টেশনের ত্রুটি রয়েছে সরকারি বেসরকারি প্রায় প্রতিটি বাগানে। প্রতিটি গাছে এবং সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনে প্ল্যান্টেশন করার কথা থাকলে ও প্রায় সবগুলো বাগানে ইচ্ছেমত চারা রোপণ করা হয়েছে। যার ফলে গাছগুলো বড় হতে না পেরে জঙ্গালের সৃষ্টি হয়েছে।

এ সমস্ত গাছ জ্বালানী ব্যতিরেকে অন্যকোন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অপরিকল্পিতভাবে রোপিত চারাসমূহ অপসারণ করা হলে অন্যান্য গাছগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবধান তৈরি হবে,ফলে মাটির উর্বরতা বাড়বে,আলো,বাতাসের সুবিধা পাবে। সরকারী-বেসরকারী কোন বাগানে এই চারাগুলো অপসারণ করা হয়নি।

এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক গাছ টেপিং ত্রুটির কারণে অনেক বাগানে উৎপাদনশীলতা হারিয়ে ফেলছে। অদক্ষ টেপার, মনিটরিং এর অভাব, মালিক বা মালিকের পক্ষের তদারকীর অভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের মাধ্যমে অসতর্কতার সাথে টেপিং করার কারণে গাছে টিউমার হয়ে যায়। ফলে ঐ গাছগুলো থেকে কষ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এ সমস্ত বিষয়গুলো সরেজমিনে দেখে আমার খুব আফসোস হয়েছে, যারা এই রাবার চাষের জড়িত তারা এর মূল্যায়নটা সঠিকভাবে করছেন না। জমি লীজ নিয়ে অধিকাংশ মালিকরা অবস্থান করছেন বিদেশে বা দূরবর্তী কোন জেলায়। জমির সীমানা নির্ধারণসহ বাগানের গাছ রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো তাগিদ থাকে না বললেই চলে। হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন আছেন যারা নিবেদিত হয়ে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। যারা নিবেদিতপ্রাণ রাবার চাষী আছেন তাদের সমস্যা সমাধান করা এবং যারা রাবার চাষ থেকে দূরে সরে গেছেন তাঁদেরকে নিবিড়ভাবে রাবার করার জন্য অনুপ্রাণিত করার জন্য সর্বপ্রথম যেটি করার প্রয়োজন তা হলো দক্ষতা গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন ২০১৩ এর রাবার বোর্ডের কার্যাবলী সংক্রান্ত ধারা ৮(ঙ) তে উল্লেখ করা হয়েছে, "রাবার বাগান সৃজনে উহার মালিক বা ক্ষেত্রমত, বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ" ও (জ) তে বলা হয়েছে, "রাবার বাগানের মালিক,শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ"।

যদিও রাবার বোর্ডের সক্ষমতা ছিলো না এবং পরামর্শ করার মতো জ্যেষ্ঠ কোন কর্মকর্তাও ছিলো না, সাহস করে প্রশিক্ষণ শুরু করার জন্য পরিকল্পনা করে ফেলি। পরিকল্পনার করার সাথে সাথেই প্রশিক্ষক হিসেবে যাঁদের চিন্তা করেছি তাঁদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করি তাঁরা সম্মত হলে মনোবল আরো বেড়ে যায়। যারা প্রশিক্ষণ নেবেন অর্থাৎ রাবার বাগানের মালিকদের সাথে যোগাযোগ করি। তাঁরা সানন্দে রাজী হয়ে যান। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর যাবত তার প্রশিক্ষণ নিতে পারেনি। মালিকদের প্রশিক্ষণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা জরুরী এ চিন্তা থেকে মালিকদের সাথে রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রথম অবস্থায় দেখলাম তাঁরা খুবই অসংগঠিত অবস্থায় আছেন। বারবার ফোনে এবং পত্র যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করি। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভাড়া বাসায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার মত সুবিধা না থাকায় আমার একমাত্র অফিসার সাব্বির রাহমান সানি বললো, স্যার আমরা কীভাবে কোথায় ট্রেনিং করবো? আমি বললাম, আমাদের অফিসের যে রুমটা আমরা মিটিং করি সেখানেই ট্রেনিং করবো, বি এফ আর আই, বি এফ আই ডি সি থেকে এক্সপার্টদের নিয়ে ট্রেনিং করাবো। কথানুযায়ী ট্রেনিং শুরু করে দিলাম। এরপর আরো প্রশিক্ষণার্থী যোগাড় করার জন্য ওয়েবসাইটে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলাম। তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। আবার ও সরাসরি মালিকদের সাথে অফিসারদের মাধ্যমে এবং আমি সরাসরি যোগাযোগ করে বান্দরবানের ইউনিয়ন পর্যায়ের বাগানের সন্নিকটে গিয়ে টেপার ট্রেনিং শুরু করি। ইতোমধ্যে বি এফ আই ডি সির চেয়ারম্যানের সাথে মিটিং করে তাঁদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমাদের ইজারাধীন বাগান এবং অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন বাগানের মালিক, ম্যানেজার ও টেপার, শ্রমিকদের হ্রাসকৃত ফি দিয়ে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অনুমোদন ও নেওয়া হয়। এ বিষয়টি বাগান মালিকদের পত্রযোগে জানানো হলেও তারা কেউই উক্ত বি এফ আই ডি সি এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এ যেন ধরে বেঁধে জোর করে প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা। রাবার বোর্ডের অর্থায়নে এবং ভাতা খাবার সরবরাহ করা সত্ত্বেও এ ধরনের অনীহা প্রদর্শন করা হয়েছে। আমি ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে ম্যানেজার, টেপার ও মালিকদের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করি। এ যাবত বান্দরবান,খাগড়াছড়ি এবং সদরে মোট ২২৬ জন টেপার, ম্যানেজার ও মালিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ও প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এখন ফিডব্যাক নেওয়ার সময় হয়েছে। যারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাদের বাগানের উৎপাদন বেশি হচ্ছে কি না, পরিচর্যা, সার প্রয়োগ এবং মনিটরিং জোরদার করা হচ্ছে কী না বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সেটি পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নিচ্ছে। রাবার চাষীদের আরেকটি চাহিদা ছিল বিদেশ থেকে উচ্চফলনশীল জাতের ক্লোন আমদানি করা। আমি যোগদান করার আগে থেকেই ভারত ও শ্রীলঙ্কার সাথে ক্লোন আমদানির জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড শুরু থেকে বি এফ আই ডি

সির সাথে সংযুক্তভাবে পরিচালিত হয়ে আসছিল রাবার বোর্ডের আওতাধীন অন্যান্য রাবার চাষীদের যেমন ক্লোনের দাবী ছিল বিএফ আইডিসির পক্ষ থেকে ও এ ব্যাপারে দাবী ছিল। বিএফআইডিসি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের পক্ষ থেকে ও ক্লোন আমদানির জন্য রাবার বোর্ডকে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

যেটি বলছিলাম, চেষ্টা আগে থেকে শুরু হয়েছিল। ভারত ও শ্রীলঙ্কা হতে প্রাথমিকভাবে ক্লোন সরবরাহ করার সম্মতি ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কভিড-১৯ জনিত সৃষ্ট পরিস্থিতিতে এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আমি যোগদান করার পর পুনরায় যোগাযোগ করি। শ্রীলঙ্কা ক্লোন সরবরাহ করতে অপারগ বলে জানায়। ভারতের কোন জবাব না পাওয়ায় আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রাখি। এক পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ -ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর ১৪ তম সভায় যোগ দেবেন মর্মে রাবার বোর্ডের নিকট হতে তথ্য চাওয়া হয়। রাবার বোর্ড হতে একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয় এবং সেটি বর্ণিত সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Bangladesh lead issue Import of high yeilding variety rubber cloan from india শিরোনামে ০২-০৩ মার্চ ২০২২ তারিখে ভারতে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাবার বোর্ডকে জানানো হয় যে, ভারত হতে ক্লোন সরবরাহের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবেভাবে পত্র যোগাযোগ করা হবে। কিছুদিন অপেক্ষা করার পরে যখন এই পত্র যোগাযোগ আর হচ্ছিল না তখন বার বার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে যোগাযোগ করি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের মাধ্যমে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে কোন ফিডব্যাক পায়নি। একপর্যায়ে আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে কোন ফল না পেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব(ইষ্ট) জনাব মাশফি বিন শামস এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি এ ব্যাপারে ভারতকে অবহিত করতে সম্মত হন।

এই প্রচেষ্টার রেজাল্ট খুব সহসা পাওয়া যায়। রাবার রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ডক্টর এম বি মোহাম্মদ সাথিক স্বাক্ষরিত পত্রে জানালেন ইন্ডিয়ার class-1, RRII-430 ও RRII-417 জাতের ক্লোন তারা দিতে পারবেন। ওই পত্রে আরও বলা হয় তারা সাধারণতঃ ৫মিটার বাডস্টিক সরবরাহ করে থাকেন,তবে আমাদের পক্ষ হতে যেহেতু অনেক বেশী পরিমাণে (৩০০০)চাওয়া হয়েছে সেহেতু তারা ৫০ মিটার বাডস্টিক দেবেন যা দিয়ে প্রতিটা স্টিক থেকে ১০-১৫টা বাড পাওয়া যাবে এবং ৫০ মিটারের প্রতিটা ক্লোন থেকে থেকে সব মিলে ৫০০ বাড পাওয়া যাবে। এরপরে বাডগ্রাফট করে বাডউড নার্সারী করা যাবে যা দিয়ে ভবিষ্যতে আরো বেশী পরিমানে বাডউড করা যাবে। তবে তার আগে বাংলাদেশের পক্ষ হতে এমব্যাসির মাধ্যমে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমতি নিয়ে রাবার রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে পারমিট দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এতটুকু অগ্রগতি হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এবার বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে মতামত নিলাম ভারতের রাবার রিসার্চ ইন্সটিটিউট হতে প্রেরিত পত্রে বর্ণিত RRII-430 ও RRII-417 জাতের ক্লোন বাংলাদেশের জন্য উপযোগী কীনা। যোগাযোগ করে ২ দিনের মধ্যে রিপোর্ট আনিয়ে নিলাম। তাঁরা ইতিবাচক রিপোর্ট দিলেন। সে রিপোর্টসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাবার রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়াকে পারমিট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে পাঠালাম। অদ্যাবধি সেটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্লোন আনার জন্য প্রানান্তকর চেষ্টার অবসান এখনো হয়নি।

অধিকাংশ রাবার চাষী এবং বি এফ আইডিসির কথা হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল ক্লোন না আনলে রাবার চাষের উন্নয়ন হবে না। আমার পর্যবেক্ষণ হলো, বর্তমান পরিস্থিতিতেই রাবার চাষের অনেক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশে রাবার চাষের শুরুতে ১৯৫৪ সালে বনবিভাগ মালয়েশিয়া হতে রাবার বীজ সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলকভাবে রাবার চাষ শুরু করেছিল। ওই পরীক্ষামূলক রাবার চাষের ভালো ফল পাওয়ায় ১৯৬১ সালে বনবিভাগ এবং ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন রাবার চাষ সম্প্রসারণ করে। উক্ত প্রজাতির চারা থেকে পরবর্তীতে রাবার বাগানের আরো সম্প্রসারণ হয় ।এছাড়া কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য প্রজাতির চারা সংগ্রহ করে বাগান করেন। এই সমস্ত চারা সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে রোপন করা, যথাযথভাবে সার প্রয়োগ করা, নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করা, গাছের রোগবালাই দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হলে এবং সর্বোপরি সঠিক পদ্ধতিতে টেপিং করা হলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। যেসমস্ত ক্লোন বর্তমানে আমদানী করার জন্য দাবী জানানো হচ্ছে, এই ক্লোন আনা হলে প্রথমে দেশের রুটস্টকে ডেভেলপ করে ৫-৬ মাস বয়স হলে বাড গ্রাফটিং করতে হবে ,বাড ব্যাংক করতে হবে, এরপর নার্সারী করতে হবে। গ্রাফটিং করা চারা ১ বছরের মধ্যে মাঠে লাগানোর উপযোগী হতে পারে বল বিশেষজ্ঞগণের অভিমত রয়েছে।

এই চারা উৎপাদনোপযোগী হতে ৬-৭ বছর সময় লেগে যাবে। এ প্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য যেটি আমি তাঁদেরকে (রাবার চাষী) এই যাবত বুঝিয়ে আসছি সেটি হলো বর্তমানে হাতে যা আছে তা নিয়ে যেন তাঁরা সর্বোত্তম আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করেন, দেশের জন্য চিন্তা করে শুধু নিজেদের রাবার চাষের উন্নয়নের জন্য চিন্তা করলেই হবে। তাতেই, রাবার উৎপাদন বাড়বে,তাঁদের উন্নয়ন হবে। রাবার চাষের উন্নয়ন হলেই তা দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে, দারিদ্র্য নিরসনে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৬ষ্ঠ পর্ব

রাবার চাষের সম্ভাবনার আরেকটি প্রণিধানযোগ্য উপলক্ষ্য হলো রাবারভিত্তিক শিল্প। আমাদের দেশে রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে জানার জন্য যোগদান করার পর পর শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করি। মন্ত্রণালয়ের উইং চীফ অতিরিক্ত

সচিবের সাথে কথা বলি। এরপর যুগ্মসচিবের সাথেও কথা বলি। তাঁদের তরফ হতে শুধুমাত্র বিসিকের তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা ব্যতিরেকে অন্যকোন তালিকা সংরক্ষিত নেই জানা গেল। কিছুদিন পর বিসিক হতে তালিকা নিয়ে ১৩ টি রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা আমাদের কাছে পাঠানো হলো। রাবার শিল্প সমিতির সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনেক চেষ্টা করি। এক পর্যায়ে গাজী টায়ার ম্যানুফ্যাকচারাস্ এর জি এম জনাব আবদুল খালেক (যিনি এফবিসিসিআইর এর সাবেক সেক্রেটারী) সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে রাবার শিল্প সমিতির সভাপতির নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর তাঁর কাছ থেকে নিয়ে কথা বলি সভাপতির সাথে। জি.এম, গাজি টায়ার এর নিকট হতে ঠিকানা নিয়ে রাবার শিল্প সমিতির সাথে যোগাযোগ করি। কিন্তু, তারা কেউ সাড়া দেননি। তাদের কাছ থেকে তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। কোন জবাব পাওয়া যায় নি। মূলত: তাদের কাছে দেশীয় রাবারের ব্যবহার, বিদেশ থেকে রাবার আমদানির তথ্য, রাবার ব্যবহারের পরিমাণ, ইন্ডাষ্টিতে কর্মরত জনবল, বিদেশে রপ্তানি এ সমস্ত তথ্য চেয়ে বার বার পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন প্রতি উত্তর পাওয়া যায় নি। বোর্ড সভায় রাবার শিল্প সমিতির সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হলে কোন সভায় তিনি যোগদান করেন নি। এমনকি পত্রের কোন জবাবও দেন নি। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলায় রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওয়েবসাইট থেকে এবং জনাব আবদুল খালেক, জি.এম, গাজী টায়ারস থেকে ফোন নম্বর নিয়ে চট্টগ্রাম এবং ঢাকার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করার পর মাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ব্যাপারটা ছিল খুবই দুশ্চিন্তার। একেবারে টান টান উদ্বেগ নিয়ে কাজ করছিলাম আমরা। মেলার মাত্র তিনদিন আগেও শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ করে ঢাকা চট্টগ্রামের সব মালিকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিলাম। রাবার বোর্ডের কর্মকর্তাদের নিয়ে শেষ সময় পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি বেশী সংখ্যক শিল্প মালিকদের উপস্থিতি এবং স্টল বরাদ্দ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য। চট্টগ্রামের সবগুলো মার্কেটের রাবারভিত্তিক শিল্প পণ্যোৎপাদনকারী মালিক সমিতির সভাপতি সেক্রেটারির সাথে আমি নিজেও কথা বলেছি, অনুরোধ করেছি, প্রথমবারের মতো আমাদের আয়োজিত মেলা সফল করার লক্ষ্যে যোগদান করার জন্য। কিন্তু তারা সাড়া দেননি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, জনাব আব্দুল রশীদ ভুলু নামের একজন যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতি চট্টগ্রামের সভাপতি তাকে মেলায় স্টল দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত করেন। তিনি মেলায় ২টা স্টলে তাঁর প্রোডাক্টগুলো সাজিয়ে প্রায় প্রতিদিনই সারাদিন ছিলেন অথবা তাঁর ছোট ছেলেকে দিয়ে প্রচার এবং বিপণন করান। এছাড়া গাজী টায়ারস এর পক্ষ থেকে ২ টা স্টল, প্রাণ আরএফএল এর পক্ষ থেকে ২ টা স্টল দেয়া হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রচার ব্যাপক ভাবে হওয়ায় খুলনা শিপইয়ার্ড এর পক্ষ থেকে স্টল নিয়ে মেলার ৩য় দিনে যোগদান করেন। ৭ দিন ব্যাপী এই মেলার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ এবং মালিক/ব্যবসায়ীবৃন্দ তাঁদের পণ্যের বহুল প্রচারের সুযোগ লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও মেলা সম্পন্ন হওয়ায় আড়াইমাস পরেও তাঁদের নিকট হতে কোন তথ্য আমরা পাইনি। আমাদের বোর্ড মিটিং এ ও গাজী টায়ারস এর প্রতিনিধি ব্যতীত, শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি তো আসেনইনি এবং সমিতির পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধি ও পাঠানো হয়নি।এর কারণ হিসেবে রাবার শিল্প সমিতির সাথে রাবার চাষীদের ভ্যাট এবং ট্যারিফ এর অসামঞ্জস্যতার বিষয়টাকে চিহ্নিত করতে চান।তাদের মতে ,অভ্যন্তরীন রাবারের ভ্যট-ট্যাক্স মিলে ২৪% ,অন্যদিকে বিদেশ থেকে আমদানী করা রাবারের উপরে মাত্র ৫%ট্যারিফ।ফলে ,দেশীয় রাবারের ব্যবহারের পরিবর্তে বিদেশ থেকে রাবার আমদানি করে শিল্পপণ্য তৈরি করা অধিকতর লাভজনক বলে তারা দেশীয় রাবারের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। অন্যদিকে শিল্প মালিকদের পক্ষ থেকে গাজী টায়ারস এর বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের দেশের রাবারের গুনগত মান উন্নত করতে হবে। এছাড়া শিল্পপণ্যে এ রাবার ব্যবহারের জন্য যথাযথ হবে না। এমন একটা দ্বন্দ্বময় অবস্থায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ড উভয় পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। দেশীয় রাবারের পরিবর্তে বিদেশী রাবার ব্যবহারের আর একটি কারণ দেশীয় রাবারজাত পণ্য রপ্তানির জন্য যে পরিমাণ ভ্যাট ট্যাক্স দিতে হয়(৫%-১৫%) বিদেশে থেকে রাবারজাত সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে ট্যাক্স দিতে হয় অনেক কম(১%-৫%)। যে কারণে ভ্যাট কমানোর জন্য তাঁদের দাবী সর্বাগ্রে। শুধু গাজী টায়ার্স যোগাযোগ রাখলেও শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় উভয়ের সাথে একটা মেলবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে রাবার বোর্ডের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এর জন্য প্রয়োজন তথ্য যোগাড় করার বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পর্যাপ্ত সক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যেতে থাকি। মূল লক্ষ্য একটি সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং করে রাবার খাতের উন্নয়ন করা। এই কাজটা আমার কর্মজীবনে আমি সবসময় করার চেষ্টা করেছি।যেমন জেলা পরিষদে থাকাকালীন জমি এবং স্থাপনাসহ অন্যান্য সবকিছুর তথ্য সংরক্ষণ করেছি। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার থাকাকালীন পরিত্যক্ত সমপত্তি-বাড়ির ডাটাবেইজ করেছি, এভাবে যখন যেখানে কাজ করেছি সেখানে তথ্য যোগাড় এবং সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি।

ইংরেজ দার্শনিক স্যার ফ্রান্সিস বেকনের একটি কথা আছে, Information is Power (তিনি ইংল্যান্ডের এট্রর্ণী জেনারেল এবং লর্ড চ্যান্সেলর ছিলেন) তিনি তাঁর Meditationes Sacrae(1597)এ এটি উল্লেখ করেন।জাতিসংঘের ৭ম সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান বলেছিলেন Information is liberating। আমি ক্ষুদ্র একজন মানুষ, সরকারী কর্মচারী হিসেবে দীর্ঘদিনের চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু বলবো জানার কোন শেষ নেই, ভালোর কোন শেষ নেই, জানার মাধ্যমে সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। জানা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা অসম্ভব। রাবার বোর্ডের কাছে তথ্য না থাকলে রাবার

খাতের কল্যানের জন্য যে সমস্ত আইনী দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়,যে কারণে দেশীয় প্রাকৃতিক রাবারের এবং শিল্পের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য রাবার বোর্ড মরীয়া হয়ে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।রাবারচাষী এবং রাবারভিত্তিক শিল্পের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য যে দায়বদ্ধতা আরোপ করার কথা সেটি আরোপ করা হয়নি বলে রাবার চাষী এবং রাবার শিল্পসংশ্লিষ্টরা ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না।অর্থাৎ রাবার বোর্ডকে দায়িত্ব দেয়া হলেও সে দায়িত্ব পালন করা একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাবার বাগান মালিক বা শিল্প মালিকরা যদি আ্মাদের ডাকে সাড়া না দেন বা যোগাযোগ না করেন রাবার বোর্ডের কিছু করার থাকে না। বিষয়টি অনুধাবন করে বাগান মালিক সমিতি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে রাবার বাগানসমূহ নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য নীতিমালা তৈরি করি আমরা, নীতিমালা মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়। সেটি যাচাই বাছাইএর পরে অনুমোদনের জন্য এখন আমরা অপেক্ষা করছি। খুব সহসা হয়তো সিদ্ধান্ত হতে পারে। (চলবে)

৭ম পর্ব

রাবার বাগানের নিবন্ধন নিয়ে গত পর্বে বলেছিলাম, নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং যদি বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কাছে থাকে বাংলাদেশের সমস্ত রাবার বাগানের নিজস্ব আইডি (পরিচিত নাম্বার) থাকবে, অন্যদিকে ডাটাবেইজে তথ্যসমূহ আপলোড করা থাকবে। বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে ডাটাবেইজের অন্তর্ভূক্ত আইডিতে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট বাগানের সম্পূর্ন তথ্য জানা যাবে। তাতে আমাদের দেশীয় প্রাকৃতিক রাবারের বিপণনের এবং রপ্তানির জন্য সুযোগের দরজা খুলে যাবে। নিবন্ধন নিয়ে রাবার চাষীরা খুব আগ্রহী, তবে বিভিন্ন জনের অনেক ধরনের নেতিবাচক আলোচনার বেড়াজাল পেরিয়ে সফল হওয়া সম্ভব কখন হবে এখনই তা বলা যাচ্ছে না। ডাটাবেইজের যে কথাটি বলছিলাম সেটি বাস্তবায়ন করার জন্য কীভাবে করা যাবে শুরু থেকেই চিন্তা ভাবনা ছিল। একজন মাত্র অফিসার হওয়ায় কাজটা শুরু করতে পারছিলাম না কারন PPR-০৮ অনুযায়ী কোটেশনের মাধ্যমে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে কার্যাদেশ দিতে হবে। সেজন্য রাবার বোর্ডে অন্ততঃ তিনজন কর্মকর্তা থাকা প্রয়োজন। আরও দুইজন কর্মকর্তা যোগদান করার পরে উদ্যোগ নিলাম।

জিও ডাটাবেইজ করার জন্য খোঁজ খবর নেয়া শুরু করি। একপর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের ভূগোল বিভাগের একজন অধ্যাপক এ ব্যাপারে সম্মত হন। তিনি তাঁর ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের একটা গ্রুপ নিয়ে কাজ করতে পারবেন। কোটেশন আহ্বানের জন্য কমিটি গঠন করে কার্যক্রম শুরু করাই। এ কাজটি বিশেষ প্রকৃতির হওয়ায় কোটেশন দাখিল করার জন্য ন্যুনতম কোটেশন দাতার মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল বিভাগের টিমকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কাজ করতে একটু সময় লাগলে ও তাঁরা বান্দরবানস্থ লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী মৌজার ৩৬০০ একর জমিতে রাবার বাগানসমূহের রিমোট সেন্সিং ও জিয়াই এস প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিও ডাটা বেইজের একটা পর্যায় সম্পন্ন করেন। তারপর বাজেটের স্বল্পতা থাকায় বিগত ২০২১-২২ অর্থবছর ২য় বার কোটেশন আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরুতে ১ম কোয়ার্টারে নতুন অর্থবছরের বাজেট অপ্রতুল হওয়ায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কোটেশন আহবানের উদ্যোগ নিতে গিয়ে নানা জটিলতার কারণে (যেমনঃ এক এর অধিক রেসপন্সিব কোটেশনদাতা না থাকা, নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান না পাওয়া ইত্যাদি) অদ্যাবধি নতুন কোটেশন আহ্বান করা হয়নি।

ইতোমধ্যে আরেকটি বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে, যা আমাদের রাবার চাষীদের জন্য সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে। একটু পিছনের কথা বলি, বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে প্রথম যোগদান করার পর যখন দেখলাম প্রচারের জন্য সর্বোত্তম এবং সরকারীভাবে যেটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেটি অর্থাৎ ওয়েব পোর্টাল, বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে নেই। এটি জানার সাথে সাথে আমার পূর্ববর্তী কর্মস্থল আইসিটি ডিভিশনের A2i এর প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করি ডিজাইনসহ ওয়েব সাইট ইনস্টল করে দেওয়ার জন্য। তিনি সে মোতাবেক তাঁর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বলে দিলেন। একটু সময় নিয়ে তারা কাজ করে দিলেন। ওয়েবসাইট হয়ে গেল। আগেই বলেছি আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। যে সমস্ত তথ্য আমার লেখা রাবার চাষের ইতিবৃত্ত এবং আমার তৈরি করা বুকলেটে ছিলো। সেগুলো আপলোড করে দিলাম।

এরপরে আরো আশা জাগানিয়া ঘটনাটি ঘটে। সেটি হলো, মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব খোরশেদ এ খাস্তগীর ১৪ অক্টোবর ২০২১ সালে সর্বপ্রথম ফোন করে আমার কাছে বাংলাদেশে রাবার চাষের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। আমি তাঁকে বিস্তারিত জানাই। তখন তিনি আমাকে বললেন,মালয়েশিয়ান রাবার বোর্ড বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে বাংলাদেশে যৌথভাবে বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ হতে রাবার ও রাবারজাত সামগ্রী এবং দক্ষ টেপার নিতে চান। তাঁর কথা শুনে মনটা খুশীতে ভরে গেল। মালয়েশিয়া যদি বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে ব্যবসা করে তাহলে আমাদের রাবার খাত উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সহায়তা পাবে, বেকার জনগোষ্ঠী এবং রাবার চাষীরা উপকৃত হবে, রাবার রপ্তানি হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ হাই কমিশন মালয়েশিয়ার নিকট তাঁদের চাহিতমতে রাবার সংক্রান্ত তখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য পাঠানো হলো। বাংলাদেশ হাইকমিশন হতে দুই দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে কনসেপ্ট পেপার চাওয়া হলো। ইতোমধ্যে একজন কর্মকর্তার বদলির আদেশ হয়ে যাওয়ায় এবং খুব জুনিয়র হওয়ায় অন্যজনের সক্ষমতা না থাকায় একজন মাত্র কর্মকর্তা বিদর্শী সম্বোধি চাকমাকে নিয়ে কনসেপ্ট পেপার তৈরি করে পাঠিয়ে দিলাম। মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করে কনসেপ্ট পেপার হালনাগাদ করে পাঠালেন। এরপর জুম এ্যাপস এর মাধ্যমে

মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার এন্ড প্লান্টেশন এর প্রতিনিধি, রাবার বোর্ড এর প্রতিনিধি, মালয়েশিয়াস্থ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডার নিয়ে সভা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রতিনিধি, পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিনিধি, বি এফ আর আই, বি এফ আই ডি সির প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা হয়। এই সভায় ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তবে সর্বাগ্রে MOU সম্পাদনের উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়। MOU সম্পাদন ব্যতিরেকে তারা অন্য কোন কিছুই করতে সম্মত হননি। আমরা বললাম এখন বর্ষাকাল অন্ততঃ ক্লোনটা যদি তারা দ্বিপাক্ষিক পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে দেন তাহলে যে রাবার খাতে তারা বিনিয়োগ করতে চান সে খাতের উন্নয়ন হবে। তারা তাতে ও প্রণোদিত হলেন না। তারপর আমরা MOU এর ড্রাফট কপি চাইলাম, তারা কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের সাথে যে ধরনের MOU করেছেন সে ধরনের স্যাম্পল পাঠানোর জন্য বললাম। তারা মোটামুটি সংক্ষেপে একটা ড্রাফট দিলেন। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড হতে সেটি পরিপূর্ণ আকারে তৈরি করে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে মালয়েশিয়ান রাবার বোর্ডের MOU স্বাক্ষরের জন্য মন্ত্রণালয়ের সম্মতির লক্ষ্যে ২০ জুন ২০২২ তারিখে পাঠানো হলো। এরপর দীর্ঘ সাতমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি/অনাপত্তি নেয়া হয়েছে। বর্তমানে (০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছে। সেটা সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড মালয়েশিয়ান রাবার বোর্ডের সাথে MOU স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবে। এব্যাপারে পূর্বের আলোচনার সূত্রে বলা যায়,এই চুক্তির পর প্রথমে মালয়েশিয়া থেকে একটা দল বাংলাদেশে আসবে, এদেশে তাঁদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে ধারণা নেবেন। এরপর বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল মালয়েশিয়াতে যাবে, সেখানে উন্নত রাবার চাষের বিষয়ে ধারণা নেবেন, দেশে এসে সে অনুযায়ী রাবার চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। মালিক, ম্যানেজার, উদ্যোক্তা যাদের ট্রেনিং দেয়া প্রয়োজন তারা সেখানে গিয়ে ট্রেনিং নেবেন, এদেশের টেপার-শ্রমিকদের সেদেশের ট্রেইনার এসে ট্রেনিং দেবেন, এরপর এদেশ থেকে প্রশিক্ষিত শ্রমিক তারা নিয়ে যাবেন। আমরা একটা কথা জানি যে, রাবার উৎপাদন একটি শ্রমঘন শিল্প আর মালয়েশিয়াতে শ্রমিক পাওয়া দুষ্কর এবং শ্রমিকমূল্য অত্যধিক, যেকারণে মালয়েশিয়া এদেশ থেকে শ্রমিক নিতে চায়। এছাড়া তারা আমাদেরকে উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা দেবে। মালয়েশিয়া কর্তৃক ফ্যাক্টরি/ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের জন্য মউখিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ড থেকে ইতোমধ্যে সম্ভাব্য স্থান চেয়ে বিসিককে পত্র দিয়ে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে খাগড়াছড়ি এবং শ্রীমঙ্গলে বিসিকের প্লট আছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা MOU স্বাক্ষরের জন্য। তাহলেই, রাবার খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক রাবার চাষ ও রাবারভিত্তিক শিল্প দেশের আর্থ সামাজিক ও পরিবেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।